MAR. 28 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

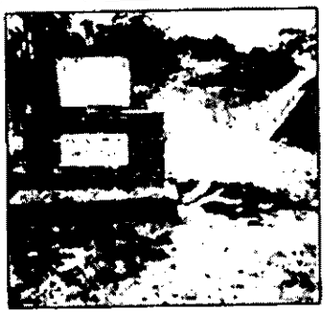

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) ঃ নাট্যকার হুমায়ুন আহমেদের শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৯৯৬ সালে - ইত্তেফাক

কেন্দুয়ায় 'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ' কবে নির্মিত হবে?

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) থেকে সংবাদদাতা ॥ বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক নাট্যকার ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদের পৈত্রিক নিবাস কুতুবপুর। উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিঃমিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে। গ্রামটির চারপাশ আবৃত সবুজ-আর সবুজে। হাওড়ের মাঝে সে গ্রামটি যেন সবুজ দ্বীপ। এখানে শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ নির্মাণের সংকল্প গ্রামের প্রতি তাঁর মমতাবোধের পরিচয়। বিদ্যাপীঠটির জন্য তিন একর জায়গা নেয়া হয়েছে। চারপাশবেষ্টিত করা হয়েছে কাঁটাতার দিয়ে। অপরদিকে বিদ্যাপীঠটির নামকরণও করা হয়েছে যুক্তিযুক্ত। তাঁর পিতা ফয়জুর রহমান ছিলেন একজন প্রগতিবাদী। এম এ পাস করে গ্রামের অদূরে মীর কাশেমপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর যোগ দেন পুলিশ প্রশাসনে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি কাঁধে বন্দুক নিয়ে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। হানাদাররা তাঁকে গুলী করে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ পিরোজপুরের বলেশ্বর নদীতে ভাসিয়ে দেয়। তিনি দেশের জন্য শহীদ হন। শহীদ পিতাকে ঘিরে দেশের সব শহীদদের স্মরণে নাট্যকার হুমায়ুন আহমেদ উক্ত বিদ্যাপীঠটির নামকরণ করেন। নাম দেন শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ। ১৯৯৬ সালে বরেণ্য অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর আনুষ্ঠানিকভাবে সে বিদ্যাপীঠটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আর কবি শামসুর রাহমান সে সময় উন্মোচন করেন শহীদ স্মৃতি ফলক। কিন্তু প্রশ্ন, সে বিদ্যাপীঠ নির্মাণের কাজ কতটুকু এগিয়েছে? ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের দীর্ঘ সাত বছরের ব্যবধানেও বিদ্যাপীঠটির একটি ইট পর্যন্ত গাঁথা হয়নি। অথচ বিদ্যাপীঠের নির্ধারিত স্থানে স্তূপীকৃত ইটগুলোর রং বদলে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোন ইটে বালি-সিমেন্ট লাগেনি। গ্রামবাসী তথা কেন্দুয়া উপজেলাবাসী নাট্যকার হুমায়ুন আহমেদের কাছে তার পিতার স্মৃতি বিজড়িত বিদ্যাপীঠটির কাজ অচিরে শেষ করার দাবী জানিয়েছে।